শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা
বর্ষ ১৬, সংখ্যা- ১৮, ১৪২৪
ISSN 2394-5656

লালপরি নীলপরি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শিশুসাহিত্য
বিশেষ সংখ্যা

নতুনগতি, কলকাতা পুরস্কার প্রাপ্ত ২০১৭
ও
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
পুরস্কার প্রাপ্ত পত্রিকা ২০১৮

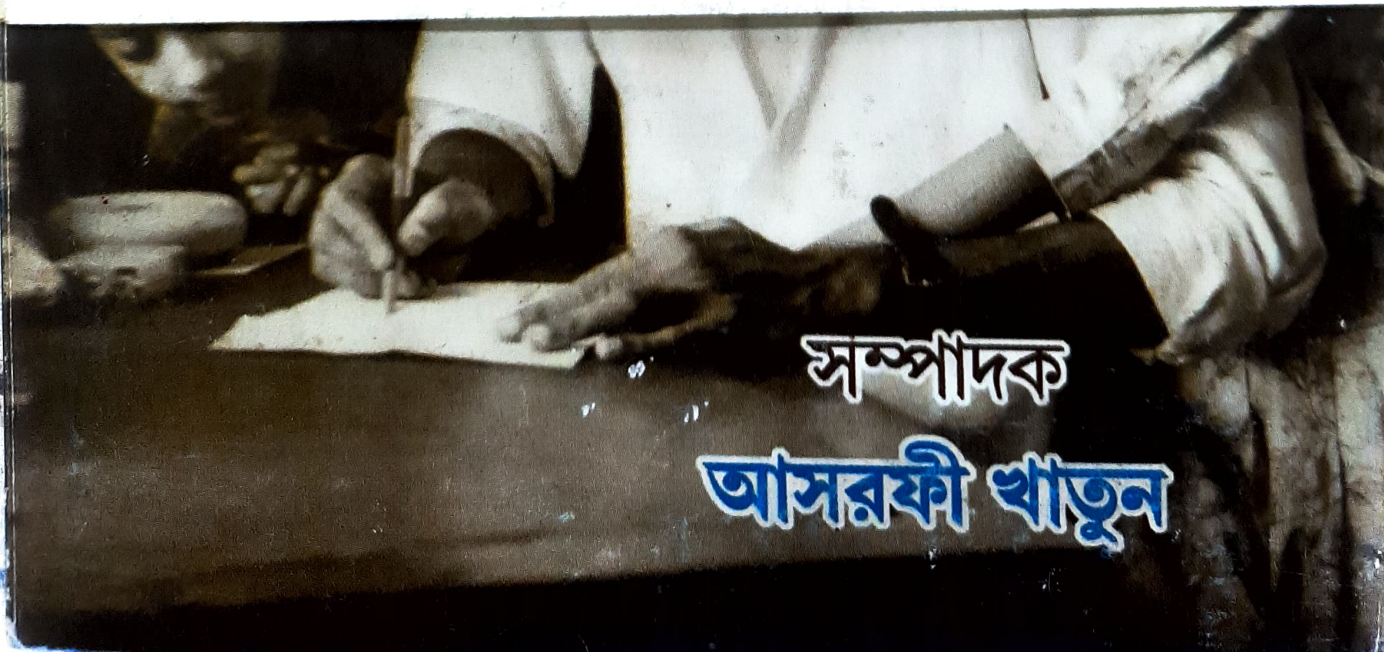

সম্পাদক
আসরফী খাতুন

লালপরি-নীলপরি

ISSN 2394-5656
শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা
লালপরি-নীলপরি

বর্ষ- ১৬, সংখ্যা- ১৮, অগ্রহায়ণ ১৪২৪
Year-16, Issue-18, Dec.- 2017

আসরফী খাতুন (অবৈতনিক)
সম্পাদক

লায়েক মইনুল হক
সহসম্পাদক

প্রচ্ছদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
অ্যালবাম থেকে

সম্পাদকীয় দপ্তর
মেঘনা, ৭২ বি.সি. রোড
(সি.এম.এস. স্কুল সন্নিকট)
বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১
মো :- ৯৪৩৪৩৩০৬০৩

প্রাপ্তিস্থান

- দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- পাতিরাম, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
- পুস্তক বিপণি, কলকাতা
- করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
- শ্যামল বুক স্টল, কলেজস্ট্রীট, কলকাতা
- দে বুক স্টোর, কলকাতা
- ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা
- মেঘনা, ৭২ বি.সি. রোড, বর্ধমান
- নবনী বুক স্টল, বি.সি.রোড, বর্ধমান

যোগাযোগ
এ.এল.মিত্র লেন, টিকেপাড়া
বি.সি.রোড, বড়বাজার
মসজিদ সন্নিকট
বর্ধমান -৭১৩১০১
মো :- ৯৪৭৪০৪১৬৫৩

মুদ্রাকর, প্রকাশক, স্বত্তাধিকারী এবং সহ সম্পাদক-**লায়েক মইনুল হক** কর্তৃক
মেঘনা ৭২ বি.সি. রোড, বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১ পঃ বঃ ভারত হইতে প্রকাশিত
মুদ্রণ- সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা প্রিন্টিং, কলকাতা-৯
সম্পাদক-**আসরফী খাতুন**, এ.এল.মিত্র, লেন, টিকেপাড়া, বি.সি.রোড
বড়বাজার মসজিদ সন্নিকট বর্ধমান, ৭১৩১০১, পঃ বঃ ভারত
মো ঃ ৯৪৩৪৩৩০৬০৩/৯৪৭৪০৪১৬৫৩
ই-মেল- asrafikhatun@gmail.com
whatsapp- 9474041653
বিনিময় - ৩০০ টাকা

ISSN 2394-5656

শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

লালপরি নীলপরি

WBBEN, 11950/25/1/02/TC/493

বর্ষ -১৬, সংখ্যা-১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৪

Year-16, Issue-18, Dec- 2017

উপদেষ্টা মন্ডলী

ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

ড. পিনাকেশ সরকার

ড. সুমিতা চক্রবর্তী

ড. লায়েক আলি খান

ড. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

ড. তপোধীর ভট্টাচার্য

আসরফী খাতুন (অবৈতনিক)

সম্পাদক

লায়েক মইনুল হক

সহসম্পাদক

• ভূত ভূত গন্ধ : নীরেন্দ্রনাথের আধা ভৌতিক	১১৬	পিউ চক্রবর্তী
• শিশু-কিশোরের স্বপ্নবুনন, ভাঙুন : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা	১২২	নবনীতা বসু হক
• কবিতা ত্রয়ী : নীরেন্দ্রনাথের কবিতার শৈশব সন্ধান	১৩২	ড. মিস্টু রায় সামন্ত
• 'ছেলেবেলা' : ছড়ার জগতে সমাজ ভ্রমণ	১৩৭	শর্মিষ্ঠা ঘোষ
• স্বরূপলালের জব্বানবন্দি : হত্যাকারীর তদন্তে	১৪১	টুকটুকি হালদার
• কবির স্মৃতিকথায় ফেরিওয়ালা	১৪৭	ধনঞ্জয় ঘোষাল
• নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়া সমাজের দর্পণ	১৪৯	তপোময় ঘোষ
• ছড়ায় কোলকাতা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চোখে	১৫৫	পার্থ সারথি চক্রবর্তী
• শিশু মনের বিকাশে নীরেন্দ্রনাথের 'বারো পুতুলের' ছড়া	১৬৩	জয়িতা মুখার্জী
•পাখির রাজ্যে শিশুর জগৎ	১৬৯	সুকন্যা চক্রবর্তী
• বারোমাসের ছড়া– শিশু- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৭৪	সুপ্তি পাঠক
• বিলুর ভাবনা এক চিরন্তন সমাজভাবনা	১৭৮	ড. আসরফী খাতুন
• নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়ায় শিশু মনস্তত্ব	১৮৪	ড. শ্যামলী রক্ষিত
• শিশুসাহিত্যের অতন্দ্র প্রহরী : রাতপাহাড়া	১৯৩	সুরজিৎ সামুই
• 'প্রেমলতার হাসি' : রহস্য অনুসন্ধানী নীরেন্দ্রনাথ	১৯৮	সম্প্রীয়া চ্যাটার্জী
• 'দাশুর কথা' : অসীমান্তিক উড়ান	২০২	সেক আপতার হোসেন
• নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : বড়োদের কবির ছোটদের কবিতা	২০৬	প্রণব চৌধুরী

দাশুর কথা : অসীমান্তিক উড়ান

সেক আপতার হোসেন

শিশুসাহিত্যে দাশুর নাম সবাই জানে, কারণ সুকুমার রায়-এর 'দাশুর কীর্তি' কেই বা ভুলতে পারে। পড়ায় লবডঙ্কা অথচ বুদ্ধিতে ওস্তাদ সেই দাশুর কথা বাংলাসাহিত্যে বিদিত। অথচ তারই পাশাপাশি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দাশুর কাহিনি দূরগম্য থেকে গিয়েছে। গুগুল নাকি সবজান্তা অথচ সেখানে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'দাশুর কথা' খোঁজ করলে হাজির হয় সুকুমার সেনের 'দাশুর কীর্তি'। এই অধিগ্রহণের পরিপেক্ষিতকে সামনে রেখে অন্য এক দাশুর খোঁজ করা যেতেই পারে।

'দাশুর কথা' ছড়া সঙ্কলন-এ দাশুকে নিয়ে মোট ১৭টি ছড়া রয়েছে। এখানে দাশুর বাল্য অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন-এর পরিচয় রয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে একজন শিশুর কিশোর হয়ে ওঠার নানা বৃত্তান্ত। যার মধ্যে সমাজের প্রায় প্রত্যেক শিশুই আত্ম বিশ্লেষণের তাগিদ খুঁজে পাবে। এই প্রাসঙ্গিকতাটুকু শিশু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

দাশুর বয়স ১২ বছর। তার বাবা নেই, মা ও ভাই নিয়ে সংসার। নিজে মাঠে চাষ করে, বাজারে বেচতে যায়। দোকান দেওয়ার জায়গা না পেয়ে পথের ধারেই বসে পড়ে। ব্যবসা করে সংসার চালানো ও ভাইকে মানুষ করার ব্রত সে কাঁধে নিয়েছে। নিজের বাল্যবস্থায় যে পরিবারের কর্তা হারিয়েছে, সমাজের কাছ থেকে অবজ্ঞা পেয়েছে, যে ছেলে হারিয়ে যায়নি। বরং অন্তরের অদম্য প্রচেষ্টায় অমলিন ভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে। এভাবে দাশু হয়ে উঠেছে সেই সমস্ত শিশুদের প্রতিনিধি, যারা বার বার হারিয়েছে অথচ হার স্বীকার করেনি। 'দাশুর কথা' ছড়া সঙ্কলনে আমরা সেই প্রতীক হয়ে ওঠা দাশুর পরিচয় দেব।

শিশুর মনস্তাত্ত্বিক গঠনে 'দাশুর সংসার' ছড়াটি তাৎপর্যপূর্ণ। পিতৃহারা দাশু মা ও ভাইকে নিয়ে সংসার গড়েছে। কর্তা হারা পরিবেশটি দাশুর মনে নানা ভাবে ক্রিয়াশীল। একদিকে তার ঘাড়ে কর্তব্যের বোঝা এসে দাঁড়িয়েছে যা তাকে সংযমী, ধৈর্যশীল, মূল্যবোধযুক্ত মানব চরিত্রের বিশেষ গুণগুলিকে মুখোমুখী স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। অন্যদিকে তার মন বেপরোয়া হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এক্ষেত্রে সে গঠনবাদী। তার সৃজনশীল মানসিকতা তার বিকাশের স্তরটিকে পরিচালনা করেছে যা পিতৃহারা দাশু চরিত্রকে দক্ষ সংসারী দাশুতে পরিণত করেছে। লেখক জানিয়েছেন—

"বয়স নেহাতি বারো
তবু লড়ে গিয়ে
একা দাশু সকলকে
রেখেছে বাঁচিয়ে।"

প্রকৃতির বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই সকল শিশুর শারীরিক বয়স বৃদ্ধির হার সমান কিন্তু মানসিক বয়সের নির্দিষ্ট স্কেল নেই। আমরা জানি শিশু হচ্ছে পরিণত বয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ, যা দাশু চরিত্রের সাংসারিক জীবন চর্চায় প্রমাণ দিয়ে যায়। সেই সঙ্গে শিশুপাঠ্যের পাঠক শিশুকে এ কথাও মনে করিয়ে দেয় যে তাদের মধ্যে সীমা অতিক্রমী কর্মের তাগিদ লুকিয়ে রয়েছে। এই আত্মোপলব্ধি আজকের শিশুর মনে প্রেরণার অন্যতম উৎসস্থল। দাশু সেই শক্তি নিয়ে নেমে পড়েছে জীবনের কর্মক্ষেত্রে। গড়ে তুলেছে দাশুর সংসার। তারই চিত্র পাই 'জমিতে যা ফলে', 'দাশুর দোকান' প্রভৃতি ছড়ায়।

দাশু আবার অনেক ক্ষেত্রেই বড়োদের কিশোর সংস্করণ হয়ে উঠেছে। আসলে গ্রামের কৃষক পরিবারে তো দেশের শ্রম আইন চলে না। তাই তাদের জীবন শিথিল হলেও কর্মের প্রতি অবদান অনেক পূর্বেই শুরু হয়। এখানে দাশুর তেমনই একজন দক্ষ যুবকের পারিবারিক জীবন পরিস্ফুট হয়েছে। দাশু সকালে দোকানে বসে, দুপুরে বাড়িতে লোকেদের সঙ্গে সময় কাটায়, আর দুপুরে খেয়ে একটু জিরিয়ে নেয়। বর্তমান ব্যস্ত সময়ে শহরে কেউ দুপুরে ঘুমায় না। কিন্তু গ্রামের পরিবেশে সে চিত্র হামেশাই দেখা যায়। এরপর বিকেল হতে না হতেই জল দিতে দিতে–

"বেঁধে দেয় দাশু লাউ
কুমড়োর মাচা,
সাফ রাখে বাগানটা
নিড়িয়ে আগাছা।"

বস্তুতপক্ষে এ কাজ আজকের সমাজ তার বাচ্ছা শিশুকে দিয়ে কখনোই করাতে চাইবে না। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে এ ধরণের শিশুসাহিত্য বর্তমান শিশুর জন্য কতটা উপযোগী। এর উত্তর একটাই– কাজের প্রকৃতি পাল্টায় কিন্তু কাজ থেকে যায়। আজকের শিশুকেও সময়োপযোগী কাজে প্রেরণা দিতে এবং সৃষ্টিশীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

অবশ্য এই প্রেরণা কার্যশীল হয় যখন তা হয় স্বত:প্রণোদিত। যখন নিজের শক্তিকে নিজেই চিনতে পারবে তখন আত্ম আবিষ্কারে উন্মাদনায় বিকাশের পর্বটিকে ত্বরান্বিত করবে। দক্ষতাবৃদ্ধির এই প্রকৌশলও দাশুর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

সাফল্যের অন্যতম শর্ত সততা দাশুর 'দোকানে ভিড়' ছড়াটিতে তারই উপলব্ধি জাগে। সে কেবল দোকানে টাটকা সব্জী বিক্রি করে না, লেখকের ভাষায়–

"ওজনে ঠকায় না সে
মিঠে কথা বলে,
তাই তাকে ভালোবাসে
এখানে সকলে।"

আজকের শিশু দাশুর কথা দোকানের মালিক হতে চায় না, তবুও সে দাশুর মতোই

ভালোবাসা পেতে চায়। এক্ষেত্রে দাশুর দোকানের ভিড় তথা সাফল্যের চাবিকাঠি শিশুর মনে একটি বীজ বোনে যেখানে পরিণত বৃক্ষের আকাঙ্খা থাকে। সেই আকাঙ্খা পূরণ কেবল জ্ঞান নয়, আচরণও যে সম পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তা দাশুর 'মিঠে কথা' আজকের 'Atractive Body Language' অভিলাষী শিশুর মনেও Transformation এর কাজ করে। সবদিক থেকেই এ ছড়াটি শিল্প সফল ও গঠনমুখী।

ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে জরাগ্রস্থ মানুষের জীবন একথাই প্রমাণ করে প্রাকৃতিক সরলতাই শান্তির স্বর্গভূমি 'দাশুর বাড়ি' ছড়াটিতে তারই অনুভূতি হৃদয় স্পর্শ করে। পুকুরে চারধারে সুপুরির সারি আর খড়ের চালের নীচে দাশুদের বাড়ি— সেই অনাড়ম্বর সহজ শান্তির দেশে শিশুদের আহ্বান জানাই অহংকারে স্বেচ্ছাচারিতার করাল গ্রাস থেকে শিশুদের নিয়ে যায় এক অনাবিল প্রকৃতির দেশে।

দাশু যা জানে ছড়াটিতে লেখক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দাশুর শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা তুলে ধরেছেন। সে 'অ,আ, ক, খ', 'এ, বি, সি,ডি' সেই সঙ্গে যোগ-বিয়োগ-গুণ, ভাগে দক্ষ দাশুর এই শিক্ষাগত পরিচয় দাশুর বয়সি আজকের ছেলেমেয়ে হাসির খোরাক খুঁজে পাবে—এ কথা সত্য। তা সত্ত্বেও এ ছড়া তাদের এ বিষয় ও স্পষ্ট করে যে দক্ষতা চরিত্রের একটি অন্যতম দিক, তা যেমন পড়াশুনার ক্ষেত্রে তেমনি জীবন যাপনেও।

'চটপট হিসাব' ছড়াটিতে ব্যবসায়ী দাশুর দক্ষতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যদিও সে দক্ষতা একজন ব্যবসায়ীর কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও আজকের শিশুর কাছে তা অতি সামান্য সেইসঙ্গে লেখক দাশুর লেখাপড়ার সীমাবদ্ধতার কারণটিও তুলে ধরেছেন 'দাশু যা ভেবেছিল' ছড়াটির মধ্যে তার উচ্ছ শিক্ষার আকাঙ্খা ও অপূর্ণতার পরিচয় রয়েছে সেই অপূর্ণতার জায়গা অবশ্যপূর্ণ করেছে তার দায়িত্ববোধ। নিজের ভাইকে গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। দাশুর কর্তব্য পরায়ন এই বোধটি শিশু চরিত্রের এই উদার মানবিক গুণটিকে বিকাশ করতে সাহায্য করে।

'দাশু যা বলে' ছড়াটিতে পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে। দাশুর ভাই আশু সে শিক্ষাই পেয়েছে যদি মানুষ হিসেবে বড়ো হতে হয় অসীমান্তিক এই ব্রহ্মান্ডের অতীব নগন্য মানুষ ও তার ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্ব দিয়ে বড়ো হতে পারে তখনই যখন সে শিক্ষা লাভ করবে। অর্থাৎ শিক্ষা যে মানুষকে আরও এক সুন্দর জীবনের হাতছানি দেয় শিশুর মনে তার মর্মর ধ্বনি শুনিয়ে যায় এই ছড়াটি।

'ঠিক কথা' ছড়াটি উপদেশ পূর্ণ। জনবল মনোবলকে বাড়ায় এ কথা মনে রাখার জন্য দাশুকে তার মা বারবার উপদেশ দিয়েছে। সেই সঙ্গে এছড়া আরও একটি বিষয়কে নির্দেশ করে মানুষের সামাজিক আচরণ। সে জনবল হোক কিংবা মনোবল মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে তা গড়ে ওঠে। শিশুর মানসিক গুণকে এই বোধটি সজাগ থাকে ছড়াটির শিল্পিত প্রকাশভঙ্গিতে।

লেখক এভাবে দাশুর কথা সমগ্র দাশুর জন্মকথা দাশু চরিত্রের বিকাশ, তার সৃজনশীল

ভালোবাসা পেতে চায়। এক্ষেত্রে দাশুর দোকানের ভিড় তথা সাফল্যের চাবিকাঠি শিশুর মনে একটি বীজ বোনে যেখানে পরিণত বৃক্ষের আকাঙ্খা থাকে। সেই আকাঙ্খা পূরণ কেবল জ্ঞান নয়, আচরণও যে সম পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তা দাশুর 'মিঠে কথা' আজকের 'Atractive Body Language' অভিলাষী শিশুর মনেও Transformation এর কাজ করে। সবদিক থেকেই এ ছড়াটি শিল্প সফল ও গঠনমুখী।

ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে জরাগ্রস্থ মানুষের জীবন একথাই প্রমাণ করে প্রাকৃতিক সরলতাই শান্তির স্বর্গভূমি 'দাশুর বাড়ি' ছড়াটিতে তারই অনুভূতি হৃদয় স্পর্শ করে। পুকুরে চারধারে সুপুরির সারি আর খড়ের চালের নীচে দাশুদের বাড়ি– সেই অনাড়ম্বর সহজ শান্তির দেশে শিশুদের আহ্বান জানাই অহংকারে স্বেচ্ছাচারিতার করাল গ্রাস থেকে শিশুদের নিয়ে যায় এক অনাবিল প্রকৃতির দেশে।

দাশু যা জানে ছড়াটিতে লেখক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দাশুর শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা তুলে ধরেছেন। সে 'অ,আ, ক, খ', 'এ, বি, সি,ডি' সেই সঙ্গে যোগ-বিয়োগ-গুণ, ভাগে দক্ষ দাশুর এই শিক্ষাগত পরিচয় দাশুর বয়সি আজকের ছেলেমেয়ে হাসির খোরাক খুঁজে পাবে—এ কথা সত্য। তা সত্ত্বেও এ ছড়া তাদের এ বিষয় ও স্পষ্ট করে যে দক্ষতা চরিত্রের একটি অন্যতম দিক, তা যেমন পড়াশুনার ক্ষেত্রে তেমনি জীবন যাপনেও।

'চটপট হিসাব' ছড়াটিতে ব্যবসায়ী দাশুর দক্ষতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যদিও সে দক্ষতা একজন ব্যবসায়ীর কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও আজকের শিশুর কাছে তা অতি সামান্য সেইসঙ্গে লেখক দাশুর লেখাপড়ার সীমাবদ্ধতার কারণটিও তুলে ধরেছেন 'দাশু যা ভেবেছিল' ছড়াটির মধ্যে তার উচ্ছ শিক্ষার আকাঙ্খা ও অপূর্ণতার পরিচয় রয়েছে সেই অপূর্ণতার জায়গা অবশ্যপূর্ণ করেছে তার দায়িত্ববোধ। নিজের ভাইকে গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। দাশুর কর্তব্য পরায়ন এই বোধটি শিশু চরিত্রের এই উদার মানবিক গুণটিকে বিকাশ করতে সাহায্য করে।

'দাশু যা বলে' ছড়াটিতে পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে। দাশুর ভাই আশু সে শিক্ষাই পেয়েছে যদি মানুষ হিসেবে বড়ো হতে হয় অসীমান্তিক এই ব্রহ্মান্ডের অতীব নগন্য মানুষ ও তার ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্ব দিয়ে বড়ো হতে পারে তখনই যখন সে শিক্ষা লাভ করবে। অর্থাৎ শিক্ষা যে মানুষকে আরও এক সুন্দর জীবনের হাতছানি দেয় শিশুর মনে তার মর্মর ধ্বনি শুনিয়ে যায় এই ছড়াটি।

'ঠিক কথা' ছড়াটি উপদেশ পূর্ণ। জনবল মনোবলকে বাড়ায় এ কথা মনে রাখার জন্য দাশুকে তার মা বারবার উপদেশ দিয়েছে। সেই সঙ্গে এছড়া আরও একটি বিষয়কে নির্দেশ করে মানুষের সামাজিক আচরণ। সে জনবল হোক কিংবা মনোবল মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে তা গড়ে ওঠে। শিশুর মানসিক গুণকে এই বোধটি সজাগ থাকে ছড়াটির শিল্পিত প্রকাশভঙ্গিতে।

লেখক এভাবে দাশুর কথা সমগ্র দাশুর জন্মকথা দাশু চরিত্রের বিকাশ, তার সৃজনশীল

আত্মপ্রকাশ, তার মানবী গুণ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। লেখকের প্রকাশ কৌশলেই দাশু বিগত শতাব্দীর হয়েও এ শতাব্দীর সবজান্তা সুলভ শিশুর কাছেও বাল্যবন্ধু হয়ে উঠেছে।

শিশুপাঠ্যের অন্যতম শর্ত শিশুর কাছে তা আকর্ষণীয় হওয়া চাই একবিংশ শতাব্দীর কার্টুন সিরিয়াল। ভিডিও গেম, ইন্টারনেট-এর সময়েও শিশুসাহিত্য টিকে থাকতে হলে তার এই আকর্ষণ শক্তি খুবই জরুরী। আমরা যতই প্রযুক্তিগত ভাবে এগিয়ে যাই না কেন শিশুকালে শিশুরা শিশুই থাকে। তার জানার কৌতুহল চঞ্চল মনে বারবার স্বপ্ন দেখিয়ে যায় সেই স্বপ্নের অলিগলিতে শিশুসাহিত্য জায়গা করে নেয় আপন দক্ষতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রচিত দাশুর কথায় আমরা শিল্পির দক্ষতার নানা মাত্রা খুঁজে পাই।

লেখকের কথন ভঙ্গী শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা তুলে ধরতে পারি 'দাশুকে চেনো' ছড়াটির প্রথম স্তবক–

"দাশুকে কি চেনো কেউ?
এ পাড়ায় এলে
তাকে দেখে বুঝবে সে
কি দারুণ ছেলে।"

সব শিশুই হতে চায় দারুণ ছেলে। যদি দারুণ ছেলে স্বরূপকে চিনতে হয় তাহলে দাশুকে জানা প্রয়োজন, প্রয়োজন তার সৃজনশীল সত্তার স্বরূপ সন্ধান। এভাবেই ছড়াকার দাশু চরিত্রের কৌতুহলি পরিবেশ সৃষ্টি করে নির্মাণ করেছেন দাশুর কথা ছড়া সমগ্র প্রবেশদ্বার। আর শেষ পর্বে কৌতুহলের আবেশময়তা জড়িয়ে যখন পাঠক শিশু দাশু চরিত্রকে বন্ধু স্থানীয় করে তুলেছে, আলাপ করার জন্য শিশুর চঞ্চল মনে উৎফুল্ল জেগেছে, তখনও লেখকের লেখনিতে প্রকাশ পেয়েছে– 'চলো, আলাপ করি ছড়াটি' আর এভাবে শিশু সাহিত্যের ধারায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'দাশুর কথা' ছড়াসমগ্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে যা ম্লান শিশুকে আজও অমলিন রোমাঞ্চের হাতছানি দেয়।

LALPARI NILPARI (ISSN 2394-5656) WBBEN, 11950/26/1/02/TC/493
Year-16, Issue-18, Dec, 2017, অগ্রহায়ন, ১৪২৪

নতুনগতি, কলকাতা পুরস্কার প্রাপ্ত ২০১৭

ও

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

পুরস্কার প্রাপ্ত পত্রিকা ২০১৮

23945656

LALPARI NILPARI (ISSN 2394-5656) Children's Megazine, Year-16, Issue-18, Dec-2017, Printed, Published & Owned by **Layek Mainul Hoque**,
Printed at Siddheswari Kalimata Printing, Kolkata - 9, Mob.: 9830035917
Published at 72, B.C. Road, 'Meghna' (Near C.M.S. School), Burdwan, Pin- 713101, West Bengal, India.
Editor: **Asrafi Khatun**, A.L.Mitra Lane, Tikepara, B.C. Road, Near Barabazar Masjid, Burdwan, Pin- 713101
Mob: 9434330603 / 9474041653, E-mail: asrafikhatun@gmail.com

₹ : 300/-